بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসার ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা জানুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত খুতবায় মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও আল্লাহ্র প্রতি তাঁর পরম ভালোবাসার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। এই যুগে তাঁর (সা.) সত্যনিষ্ঠ গোলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আপন নেতা ও আনুগত্যভাজনের (মহানবী সা.-এর) পূর্ণ অনুসরণে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসার এমন উচ্চমান স্থাপন করেছেন, যার ফলে তাঁর ওপর আল্লাহ্তা'লার অশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। খোদার প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা ছিল, তা সাধারণ মানুষও অনুভব করতে পারত। এই প্রসঙ্গে আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। তবে তার আগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় সেই ভালোবাসার কথা উল্লেখ করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **"আমার কোন্ কর্মের কারণে এই ঐশী কৃপাবারি আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আমি কেবল আমার হৃদয়ে এটিই অনুভব করি যে, স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ্তা'লার প্রতি আমার হৃদয়ে এক গভীর আকর্ষণ রয়েছে, যাকে কোনো বাধাই থামাতে পারে না। অতএব, এটি তাঁরই অপার দান যার ফলে আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহরাজি আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছে। আর এই সবকিছু আমি এজন্যই লাভ করেছি কারণ, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও মহিমান্বিত নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী এবং তাঁকে নিখাঁদ ভালোবাসার দাবিদার; আর এর ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ্তা'আলার ভালোবাসার দ্বারসমূহ আমার ওপর একের পর এক উন্মুক্ত হতে থাকে।"**

তিনি (আ.) লিখেছেন, **"আমার ঘর হলো মসজিদ, পুণ্যবানগণ হলেন আমার ভাই, আল্লাহ্র স্মরণ হচ্ছে আমার ধন-সম্পদ, তাঁর সৃষ্টি হচ্ছে আমার পরিবার"**– তিনি (আ.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন এর সবকিছুই

আল্লাহ্‌তা'লাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন, **"আমি সবকিছুকেই কেবল আল্লাহ্‌তা'লার খাতিরে ভালোবাসি। আল্লাহ্‌র সাথে আমার যে বন্ধন, কোনো কিছুই তা ছিন্ন করতে পারে না। আর আমি তাঁর সম্মান ও মহিমার শপথ করে বলছি যে, ইহকাল ও পরকালে আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই যে-তাঁর ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হোক, তাঁর প্রতাপ ও মহিমা উদ্ভাসিত হোক এবং তাঁর বাণী সর্বত্র জয়যুক্ত হোক।"**

হযরত মুন্সী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি (আ.) বলেছিলেন: **"পরীক্ষার (ইবতিলা) সময় আমার দুশ্চিন্তা হয় আমাদের জামা'তের সেই সকল লোকদের নিয়ে যারা দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী।"** এরপর তিনি বলেন: **"আমার অবস্থা এমন যে, যদি আমি আকাশ থেকে এমন স্পষ্ট আওয়াজও শুনতে পাই যে- 'তুমি প্রত্যাখ্যাত (মখযূল) এবং তোমার কোনো উদ্দেশ্যই আমরা পূর্ণ করব না', তাহলে খোদার কসম! খোদাতা'লার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং ধর্মসেবায় কোনো কমতি প্রত্যক্ষ করবে না।"**

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্‌র সত্তার প্রতি সেই প্রেম, যা তাঁর অন্তরাত্মার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে উদ্বেলিত ছিল, তা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সবসময় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: "এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি পরবর্তীতে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন এবং হযরত সাহেবের (মসীহ মাওউদ আ.) সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু আহ্‌মদী হওয়ার পূর্বে হযরত সাহেব ২০ বছর যাবত তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ ছিল- তাঁর এক ছেলে মারা গেলে তিনি (দুঃখে অধৈর্য হয়ে) বলে ফেলেছিলেন, 'খোদা আমার ওপর অনেক বড় জুলুম করেছেন।' পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাঁকে বয়আত করার তৌফিক দান করেন এবং তিনি সেই জাহালাত বা অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসেন।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাথা ঘোরার (বা শিরঃপীড়ার) ব্যাধি ছিল। জনৈক হাকীম এই রোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাঁকে দূর কোনো স্থান থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। হুযূর (আ.)-কে দেখার পর সেই চিকিৎসক সগর্বে বললেন: 'আমি মাত্র দুই দিনের মধ্যে আপনাকে সুস্থ করে দেব।' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন যে, এই ব্যক্তি (তার কথার মাধ্যমে) খোদায়ী দাবি করছে। কারণ, প্রকৃত 'শাফী' বা আরোগ্যদানকারী তো একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র সত্তা।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি সাহেব (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন: **"যখনই আমার ডালহৌসি যাওয়ার সুযোগ হতো, তখন পাহাড়ের সবুজ শ্যামল প্রান্তর এবং প্রবহমান ঝরনাধারা দেখে মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসার এক প্রবল আবেগ জেগে উঠত এবং ইবাদতে এক বিশেষ আনন্দ অনুভূত হতো।"**

মোকাররম মৌলা বখশ সাহেব বর্ণনা করেন যে, যখন সাহেবযাদা মুবারক আহমদ মরহুম অসুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বেশ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত থাকতেন। কিন্তু যখন সাহেবযাদা সাহেব ইন্তেকাল করলেন, তখন কয়েকজন সাহাবী শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানাতে এলেন। হুযূর (আ.) মসজিদে আসলেন। দেখা গেল, হুযূরকে আগের মতোই, বরং আগের চেয়েও বেশি প্রসন্ন ও প্রশান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি (আ.) বললেন: **"মোবারক আহমদ ইন্তেকাল করেছে, আমার প্রভুর কথা পূর্ণ**

হয়েছে। তিনি পূর্বেই অবগত করেছিলেন, এই ছেলে হয় দ্রুত মারা যাবে না হয় অনেক পুণ্যবান হবে; যাহোক আল্লাহ্ তাকে ডেকে নিয়েছেন। এক মোবারক আহমদ মারা গেছে, আমার যদি এক হাজার সন্তান থাকত আর তারা সবাই মারা গেলেও যদি তাতে আমার মওলা সন্তুষ্ট হতেন, তবে আমার প্রকৃত আনন্দ তাতেই নিহিত থাকত।"

লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেব যখন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে একটি পত্র লিখেছিলেন যে, এই অধমের একটি বিনীত নিবেদন মনে রাখবেন- যখন আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে আপনি বায়তুল্লাহ্র জিয়ারত করবেন, তখন সেই পবিত্র স্থানে আল্লাহ্র এই অধম বান্দার পক্ষ থেকে এই শব্দগুলোতে প্রার্থনা জানাবেন: "হে পরম দয়ালু! তোমার এক অক্ষম, অযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ ও অকেজো বান্দা গোলাম আহমদ, যে তোমার হিন্দুস্তান ভূমিতে রয়েছে; তার আরজি এই যে- হে আরহামার রাহিমীন! তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হও এবং আমার সকল ভুল-ত্রুটি ও পাপ ক্ষমা করো, কারণ তুমিই পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমার মাধ্যমে এমন কাজ করিয়ে নাও যাতে তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হও। আমার এবং আমার নফসের (প্রবৃত্তি) মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। আমার জীবন, আমার মৃত্যু এবং আমার প্রতিটি শক্তি যা আমি লাভ করেছি-তা কেবল তোমার পথেই নিবেদিত করো। তোমারই ভালোবাসায় আমাকে জীবিত রাখো, তোমারই ভালোবাসায় আমাকে মৃত্যু দাও এবং তোমার পূর্ণ স্নেহধন্য বান্দাদের সাথেই আমাকে পুনরুত্থিত করো।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "আমি বলছি যে, যদি আমাকে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে- আল্লাহ্তা'লাকে ভালোবাসা এবং তাঁর আনুগত্য করার কারণে আমাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে; তবে আমি শপথ করে বলছি যে, আমার প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে, সেই সকল কষ্ট ও বিপদ আমি এক অনাবিল আনন্দ এবং প্রেমের প্রবল আবেগ ও আগ্রহের সাথেই সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। তিনি (আ.) আরও বলেন:

"আমি সেই সকল নিদর্শনাদি গণনা করে শেষ করতে পারব না যা আমার জানা আছে। হে খোদা! আমি তোমাকে চিনি যে তুমিই আমার খোদা।" তিনি আল্লাহ্তা'লাকে সম্বোধন করে বলেন: "এইজন্যই তোমার নাম শুনে আমার আত্মা ঠিক সেভাবেই নেচে ওঠে, যেভাবে একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু তার মাকে দেখে নেচে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমাকে চিনতে পারেনি এবং গ্রহণ করেনি।"

অতএব, এটিই ছিল সেই ঐশী প্রেম ও অনুরাগ যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আপন নেতার অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন এবং এর শিক্ষা তিনি নিজের জামা'তকেও দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেছেন: আল্লাহ্র জন্য প্রতিটি কুরবানির জন্য প্রস্তুত থাকো। যখন তোমরা আল্লাহ্তা'লার খাতিরে কুরবানি করবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে এবং তাঁর হক আদায় করবে-তখন আল্লাহ্তা'লাও তোমাদের এমনভাবে ভালোবাসবেন যে, তিনি তোমাদের প্রতিটি শত্রু ও প্রতিটি কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যা কিছুই করবে, আল্লাহ্তা'লা তোমাদের তার বিনিময়ে এই দুনিয়াতে এবং পরকালেও অগণিত নিয়ামত দান করবেন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের তাঁর এমন এক প্রেমিক ও প্রিয়পাত্র হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন: গতকাল থেকে নতুন বছর শুরু হয়েছে। মানুষ একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। দোয়া করুন, এই বছরটি যেন আমাদের জন্য অগণিত বরকতের বছর হয়। আল্লাহ্তা'লা বিরোধীদের এবং শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে দিন এবং জামা'তকে আগের চেয়েও বেশি উন্নতি ও অগ্রগতি দান করুন। আমরা যারা বিদেশের স্বাধীন দেশগুলোতে রয়েছি এবং স্বাধীনতার সাথে নতুন বছরের আনন্দ উদযাপন করছি, এমনকি পাকিস্তানসহ অন্যান্য জায়গাতেও মানুষ আনন্দ করছে-এমন সময়ে আমাদের

সেই বন্দী ভাইদের দোয়ায় বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। গত কয়েকদিনে আমি যেমনটি জানিয়েছিলাম, পাকিস্তানের জেলে মোবারক সানি সাহেবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেক বন্দী ভাই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই কঠিন অবস্থাতেও তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই আল্লাহ্‌তা'লার শুকরিয়া আদায় করতে করতে নতুন বছরে পদার্পণ করছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তারা হাতে লোহার কড়া (শিকল) পরেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা যেন দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের এবং কষ্টে নিপতিত সকল আহ্‌মদীদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও জ্ঞান আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ভালোবাসা কমে যাওয়ার পরিবর্তে যেন তা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। অত্যাচারিত মানুষের জন্যও দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ্ তাদেরকে জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত **রেহানা বাসেমা সাহেবা** যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন। তিনি বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় চলে যান এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **মুকাররমা ইফফাত হালিম সাহেবার**, যিনি লাইবেরিয়ার সদর লাজনা ছিলেন। তৃতীয় স্মৃতিচারণ **মিশরের আব্দুল আলীম সাহেবের**, যিনি ২০০৮ সালে এমটিএ আল আরাবিয়া দেখে বয়আত করেছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

2 January 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in